

জাতিসংঘ কপ-৩১ জলবায়ু সম্মেলন বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের জন্য টিআইবির পলিসি ব্রিফ

তুরস্কের আন্তলিয়াতে ৯-২০ নভেম্বর ২০২৬ অনুষ্ঠিতব্য কপ-৩১ বিষয়টিও নিশ্চিত হয়নি। অন্যদিকে জীবাশ্ম জ্বালানি পর্যায়ক্রমে বন্ধ করার জন্য রোডম্যাপ প্রস্তুতের বিষয়ে অগ্রগতি হয়নি। প্রাক-শিল্পায়ন সময় থেকে তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রির বেশি বৃদ্ধি রোধে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার পর্যায়ক্রমে বন্ধ, লস এন্ড ড্যামেজসহ অভিযোজন এবং প্রশমন অর্থায়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ আলোচিত হবে। ব্রাজিলের বেলেম শহরে সর্বশেষ জলবায়ু সম্মেলনে অভিযোজন অর্থায়নের পরিমাণ ২০৩৫ সালের মধ্যে তিনগুণ বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হলেও অর্থায়নের সম্মিলিত পরিমাণ নির্ধারণ এবং অভিযোজন খাতে বৈশ্বিক অভিশ্রু অর্জনের পরিমাপক ও সূচকসমূহ (ইন্ডিকেটর) চূড়ান্ত করা হয়নি। বিশেষ করে বাংলাদেশের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। “ক্ষতিপূরণ” হিসেবে সময়াবদ্ধভাবে পর্যাপ্ত জলবায়ু অর্থায়ন পাওয়ার

জলবায়ু অর্থায়নে অপর্যাপ্ততা, শুদ্ধাচারের ঘাটতি ও বাংলাদেশ

জলবায়ু তহবিলের অপর্যাপ্ততা: ঝুঁকিপূর্ণ দেশে জলবায়ু তহবিলের চাহিদা এবং উন্নত দেশের প্রতিশ্রুতি-পরবর্তী বাস্তব সরবরাহের মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৈশ্বিক চাহিদা প্রতিবছর ৯ ট্রিলিয়ন ডলার হলেও সরবরাহ মাত্র ২.৬ ট্রিলিয়ন ডলার।^১ সর্বশেষ জলবায়ু সম্মেলনে উন্নত দেশ থেকে নতুন, সম্মিলিত, পরিমাপযোগ্য জলবায়ু অর্থায়ন সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা (নিউ কালেক্টিভ কোয়ান্টিফায়াবল গোল-এনসিকিউজি) ২০৩৫ সালের মধ্যে প্রতিবছর ন্যূনতম তিনশত বিলিয়ন ডলার নির্ধারিত হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি সকল বৈশ্বিক উৎস থেকে এটি ১.৩ ট্রিলিয়ন ডলারে উত্তরণের লক্ষ্য নির্ধারণ করলেও তা ঐচ্ছিক রাখা হয়েছে। জলবায়ু অর্থায়নের অন্যতম উৎস জিসিএফ ২০১৫ সাল থেকে মাত্র ১৩.৫ বিলিয়ন প্রদান করেছে, যা উন্নত দেশ কর্তৃক ২০২৫ সালের মধ্যে প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন ডলার প্রতিশ্রুতির মাত্র ২-৩ শতাংশ।^২ ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ২০২০-২০৩০ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর গড়ে ২০ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন। কিন্তু, বাংলাদেশ ২০১০-২০২৪ সাল পর্যন্ত মাত্র ৮০০ মিলিয়ন ডলার আন্তর্জাতিক উৎস থেকে পেয়েছে।^৩ অন্যদিকে বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ডেও (বিসিসিটিএফ) জাতীয় বাজেট থেকে বরাদ্দ কমেছে। তহবিলটির জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের ৮৭৩ কোটি টাকা পদ্মা ব্যাংকের মত অদক্ষ ব্যাংকে গচ্ছিত রাখা হয়েছে, যা ২০৩৮ সালের আগে ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।^৪

জলবায়ু খাতে আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানের আধিপত্য এবং ঋণের প্রসার: উন্নত দেশ থেকে নতুন, সম্মিলিত জলবায়ু তহবিল (এনসিকিউজি) সরবরাহকারীদের মধ্যে আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে যুক্ত করা হয়েছে। ফলে অনুদানের পরিবর্তে বিপদাপন্ন দেশে ঋণের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার ঝুঁকি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থ কটটুকু সহজলভ্য ও সময়াবদ্ধভাবে প্রদান করা হবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। জলবায়ু অর্থায়নের সর্বসম্মত সংজ্ঞা না থাকায় “নতুন” এবং “অতিরিক্ত” সহায়তাকে উন্নত দেশগুলো শর্তযুক্ত ঋণ হিসেবে প্রদান করছে। জিসিএফসহ বৈশ্বিক জলবায়ু তহবিলে অভিগম্যতায় সহ-অর্থায়নের শর্ত এবং অর্থ প্রাপ্তিতে কঠিন মানদণ্ড নির্ধারণ করায় ক্ষতিগ্রস্ত দেশের জন্য জলবায়ু তহবিল সংগ্রহ আরও কঠিন হয়ে পড়েছে। এই সুযোগে আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানসমূহ বৈশ্বিক জলবায়ু তহবিলে নিবন্ধন নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোতে ঋণের প্রসার করছে। উল্লেখ্য, ২০২৪ সাল বৈশ্বিক জলবায়ু অর্থায়ন হিসেবে চিহ্নিত মোট অর্থের ৬৭ শতাংশই ঋণ।^৫ একইসঙ্গে, নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত জিসিএফ থেকে মোট বরাদ্দকৃত অর্থের ৩৮.১৯ শতাংশই (৭.৪ বিলিয়ন ডলার) ঋণ।^৬

অর্থায়নের রোডম্যাপ নির্ধারণে মতপার্থক্য: এবারের সম্মেলনে ২০৩৫ সালের মধ্যে সকল উৎস থেকে ১.৩ ট্রিলিয়ন জলবায়ু অর্থায়ন সরবরাহ নিশ্চিত বা কু-টু-বেলেম রোডম্যাপ প্রস্তুতের আলোচনা গুরুত্ব পাবে। তবে অভিযোজন, প্রশমন, ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলা এবং বৈশ্বিক জ্বালানি রূপান্তরে অর্থায়ন নিশ্চিত অর্থ সরবরাহ পদ্ধতি, স্বচ্ছতার সাথে তা সরবরাহ, পরিমাপ, হিসাব রাখা এবং বাস্তবায়ন নিয়ে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। অভিযোজন খাতে বৈশ্বিক অভিশ্রু অর্জনের পরিমাপক ও সূচকসমূহের একটি খসড়া প্রস্তুত হলেও তা গৃহীত হয়নি। ফলে সময়াবদ্ধ নতুন ও সম্মিলিত অর্থ প্রদান ও বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতার বিষয়টি অমীমাংসিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে—

^১ ক্লাইমেট পলিসি ইনিশিয়েটিভ ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন:

<https://www.climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2026/06/Global-Landscape-of-Climate-Finance-2026.pdf>

^২ টিআইবি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন: <https://www.ti-bangladesh.org/articles/research/6981>

^৩ ঢাকা ট্রিবিউন, ২ জানুয়ারি ২০২১, বিস্তারিত: <https://www.dhakatribune.com/climate-change/2021/01/02/climate-finance-in-bangladesh-a-critical-review>

^৪ দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন: <https://www.youtube.com/watch?v=dXcEnZu4BU>

^৫ ওইসিডি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন:

https://www.oecd.org/en/publications/climate-finance-provided-and-mobilised-by-developed-countries-in-2013-2024_ab5eb9ad-en/full-report/component-2.html

^৬ টিআইবি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন: <https://www.ti-bangladesh.org/articles/research/6981>

- **অভিযোজন তহবিলের কার্যক্রমে ছবিবর্তা:** অভিযোজন তহবিলে “উন্নত” দেশ শব্দের ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক থেকে ছবিবর্তা এবং তহবিলের কার্যক্রমে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী দেশগুলো দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির (কাস্ট্রিজ উইথ ফাস্ট গ্রোয়িং ইকোনোমি) দেশকে “উন্নত” দেশ হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করার বিষয়ে একমত হতে পারেনি। উন্নত দেশের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে না পারায় জলবায়ু তহবিল কোন দেশগুলো প্রদান করবে এবং কোন দেশগুলো গ্রহণ করবে তা পরিষ্কার হয়নি।
- **ক্ষয়-ক্ষতি (লস এন্ড ড্যামেজ) তহবিলে অনুদানভিত্তিক বরাদ্দে ঘাটতি:** ২০২৩ সালের জলবায়ু সম্মেলনে ক্ষয়-ক্ষতি তহবিল গঠিত হয়। ২০২৫ সাল পর্যন্ত ২৩টি দেশ সমষ্টিগতভাবে মাত্র ৮১০ মিলিয়ন ডলার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিলেও মাত্র ৩৪২ মিলিয়ন ডলার তহবিলে জমা হয়েছে। চীন, রাশিয়া, ভারতসহ অন্যতম দূষণকারী দেশ অর্থ প্রদানের কোনো প্রতিশ্রুতি প্রদান করেনি। নেপালে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বন্যায় ক্ষয়-ক্ষতির জন্য নেপাল সরকার তহবিলটি থেকে প্রকল্প-বরাদ্দসীমার সর্বোচ্চ ২০ মিলিয়ন ডলার চেয়েছে। জলবায়ু তাড়িত প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়-ক্ষতি বিলিয়ন ডলারের অধিক হওয়ার প্রেক্ষাপটে এমন স্বল্প বরাদ্দসীমার যৌক্তিকতা ও কার্যকরতা নিয়েও প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে ক্ষয়-ক্ষতি মোকাবিলায় বৈশ্বিক ২.৮ বিলিয়ন ডলার চাহিদার বিপরীতে লস অ্যান্ড ড্যামেজ ফান্ডে প্রতিশ্রুতি এবং জমা হওয়া অর্থের পরিমাণও নগণ্য।^{৭, ৮, ৯}
- **প্রদত্ত অর্থের দ্বৈত গণনা:** জলবায়ু অর্থায়নের সংজ্ঞাগত অস্পষ্টতা এবং তহবিল প্রবাহ গণনার সর্বসম্মত ও স্বীকৃত পদ্ধতি না থাকায় উন্নত দেশগুলো কোনো রকম যাচাই-বাছাই ছাড়াই উন্নয়ন সহায়তার সাথে জলবায়ু অর্থায়নকে মিলিয়ে প্রদান করছে এবং প্রদত্ত অর্থ দুইবার গণনা ও রিপোর্ট করছে। ২০২৪ সালে উন্নত দেশগুলো মোট ১৩৭ বিলিয়ন ডলার প্রদান করেছে বলে রিপোর্ট করলেও “ট্রু ভ্যালু” বা বাস্তবে এর পরিমাণ মাত্র ৩৩ থেকে ৪৫ বিলিয়ন। বাকি অংশ বাড়তি রিপোর্ট করা হয়েছে।^{১০}

ক্ষতিগ্রস্ত দেশে অভিযোজনে কম অগ্রাধিকার: ক্ষতিগ্রস্ত দেশের জনগণের চাহিদার ভিত্তিতে এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ও জনগণের নেতৃত্বে বাস্তবায়নের জন্য অভিযোজন-সংক্রান্ত প্রকল্পে পর্যাপ্ত বরাদ্দ নেই। সকল উৎস মিলিয়ে ২০২৪ সালে বৈশ্বিক জলবায়ু অর্থের সরবরাহ ১৩৭ বিলিয়ন ডলারের বড় অংশই প্রশমন-সংক্রান্ত। অভিযোজন খাতে মাত্র ১৫ থেকে ১৮ বিলিয়ন ডলার প্রদান করা হয়েছে।^{১১} ন্যাশনাল এডাপটেশন প্লান (ন্যাপ) বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশের প্রতিবছর ৮.৫ থেকে ১২.৫ বিলিয়ন ডলার দরকার হলেও সরবরাহ মাত্র ১.২ বিলিয়ন ডলার। উন্নত দেশগুলোর জন্য ব্যবসায়িকভাবে লাভজনক প্রশমনসংক্রান্ত প্রকল্প বাংলাদেশের মতো ক্ষতিগ্রস্ত দেশে অধিক হারে গ্রহণ করা হলেও প্রাকৃতিক সম্পদ এবং জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা, বন ধ্বংস বন্ধ, বাস্তুতন্ত্র রক্ষা ও পুনরুদ্ধার, জীবন-জীবিকা রক্ষা, জলবায়ু অভিযোজন মোকাবিলা, মাটি, বায়ু ও পানি দূষণ হ্রাস, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং টেকসই নগর ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি খাতে পর্যাপ্ত জলবায়ু অর্থায়ন নেই। উল্টো, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, চীন ও দক্ষিণ কোরিয়ার মতো উন্নত দেশের সহায়তায় পরিবেশগত সংবেদনশীল এলাকায় জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক প্রকল্প ও ঝুঁকিপূর্ণ শিল্প কারখানা স্থাপন অব্যাহত রয়েছে।

প্রকল্পের সমন্বিত বাস্তবায়নে ঘাটতি: আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিলের প্রকল্প অনুমোদন, অর্থ ছাড় ও কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়ে বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা রয়েছে। জিসিএফ-এ প্রকল্প অনুমোদন থেকে প্রথম কিস্তির অর্থছাড়ে গড়ে ৫৬২ দিন ব্যয় হয় এবং ৯২.২ শতাংশ প্রকল্পে নির্ধারিত সময়ে অর্থছাড় হয় না। অর্থ ছাড় ও বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা ও ধীর গতির ফলে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার ক্ষয়-ক্ষতি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি রূপান্তরে কর্মপরিকল্পনায় শুদ্ধাচারের ঘাটতি

জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বন্ধে বাধ্যতামূলক লক্ষ্যমাত্রার অনুপস্থিতি: বিগত জলবায়ু সম্মেলনগুলোতে কয়লাসহ জীবাশ্ম জ্বালানি পর্যায়ক্রমে বন্ধের বিষয়ে কোনো বাধ্যতামূলক বৈশ্বিক ঐকমত্য হয়নি এবং জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে উত্তরণের সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থাও তৈরি হয়নি। অন্যদিকে এ বছরের জলবায়ু সম্মেলনের আলোচ্যসূচিতে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বন্ধের বিষয়টি অন্তর্ভুক্তই হয়নি।

আয়োজক দেশের স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও ‘খিন ওয়াশের’ প্রচেষ্টা: এ বছর জলবায়ু সম্মেলনের আয়োজক দেশ তুরস্ক এবং সহ-আয়োজক অস্ট্রেলিয়ার ব্যাপক জীবাশ্ম জ্বালানি নির্ভরশীলতা রয়েছে এবং তারা কয়লা ও গ্যাসভিত্তিক জ্বালানি ব্যবস্থার প্রসার ঘটিয়েই চলেছে। এই প্রেক্ষাপটে, আয়োজক দেশ ২০৩৫ সালের মধ্যে বিশ্বের মোট জ্বালানি চাহিদায় বিদ্যুতের অংশ ৩৫ শতাংশে উন্নীত করার একটি স্বেচ্ছামূলক “ইলেক্ট্রিফিকেশন বা বিদ্যুতায়নের” বিষয় আলোচনায় আনার চেষ্টা করছে। এর মাধ্যমে আয়োজক দেশ সম্মেলনে কয়লা ও গ্যাস ব্যবহার বন্ধের আলোচনাকে আড়াল করার চেষ্টা করছে। উল্লেখ্য, বিশ্বের মোট বিদ্যুতের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কয়লা থেকে উৎপাদিত হলেও তা কীভাবে পরিবেশবান্ধব উপায়ে উৎপাদন করা সম্ভব, তা নিয়ে এবারের সম্মেলনে আলোচনার সুযোগ রাখা হয়নি। সার্বিকভাবে, সম্মেলন আয়োজনে জড়িতদের আচরণ ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব থাকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

^৭ চ্যাথাম হাউজ ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন: <https://www.chathamhouse.org/2026/10/nepals-floods-put-global-loss-and-damage-system-test>

^৮ ইউএনএফসিসি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন: <https://unfccc.int/process-and-meetings/bodies/funds-and-financial-entities/pledges-to-the-fund-for-responding-to-loss-and-damage>

^৯ ইউএনএফসিসি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন: <https://unfccc.int/loss-and-damage-fund-joint-interim-secretariat>

^{১০} অক্সফাম ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন: <https://www.oxfam.org/en/press-releases/rich-countries-exaggerating-true-value-climate-finance-around-100-billion>

^{১১} অক্সফাম ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন: <https://www.oxfam.org/en/press-releases/rich-countries-exaggerating-true-value-climate-finance-around-100-billion>

^{১২} ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, ২০২৬ বিস্তারিত দেখুন: <https://www.transparency.org/en/blog/cop31-turkey-australia-fossil-fuel-influence>

সম্মেলনে জীবাশ্ম জ্বালানি প্রতিষ্ঠান ও লবিষ্টদের আধিপত্য: সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধি দলে জীবাশ্ম জ্বালানির লবিষ্টদের অংশগ্রহণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। কপ-৩০ সম্মেলনে ১ হাজার ৬শ'র বেশি জীবাশ্ম জ্বালানি লবিষ্ট সরকারি প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে প্রবেশের অনুমতি পায়।^{১২} এ ছাড়া, সৌদি আরব ও রাশিয়াসহ বিভিন্ন জোটের নেতৃত্বে প্রধান তেল ও গ্যাস উৎপাদনকারী দেশগুলো জীবাশ্ম জ্বালানি বন্ধসংক্রান্ত শব্দ ব্যবহার বা সিদ্ধান্ত নথিতে এ সংক্রান্ত নির্দেশনার উল্লেখকে “রেড লাইন” বলে ঘোষণা দিয়েছে।^{১৩}

কয়লা বন্ধ বিষয়ে জোটগুলোর মধ্যে বিভেদ: কয়লা ব্যবহার বন্ধ নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণকারী জোটগুলোর অভ্যন্তরীণ বিরোধ এবং অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। বিভেদ এতটাই তীব্র যে কয়লার ব্যবহার হ্রাসে দ্রুত এবং কঠোর পদক্ষেপের দাবিতে প্রায় ৬০টি দেশ জাতিসংঘের আনুষ্ঠানিক কাঠামোর বাইরে নিজেদের একটি পৃথক সম্মেলনের আয়োজন করেছে। এই দেশগুলোর দাবি কীভাবে এবারের সম্মেলনের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হবে, তা অনিশ্চিত। উল্লেখ্য, কয়লা দ্রুত বন্ধের পক্ষে যুক্তরাজ্য, গ্রীস, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, স্পেন, পর্তুগাল, নরওয়ে, ডেনমার্ক, চিলিসহ ৬০টি দেশ রয়েছে, যারা ২০১৫ সাল থেকে নতুন কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র ও তেলের লাইন ব্যাপকভাবে হ্রাস করেছে। অন্যদিকে, দ্বিতীয় জোটে রাশিয়া, চীন, ভারত, সৌদি আরবসহ ৬০টি দেশ হলো “কোয়ালিশন অফ দ্য উইলিং” যারা কয়লা থেকে গ্যাস ট্রানজিশনসহ পর্যায়ক্রমে জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে বের হওয়ার দাবি জানিয়েছে।^{১৪} ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম (সিভিএফ) এর অন্যতম সদস্য হিসেবে উন্নত দেশের কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের জোর দাবি জানালেও বাংলাদেশ সরকার ২০৫০ সালের মধ্যে নেট জিরো অর্জন এবং কয়লা বন্ধের বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিশ্রুতি প্রদান করেনি।

এনডিসি বাস্তবায়নে ঘাটতি: ২০৫০ সালের মধ্যে নেট জিরো লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উন্নত দেশের অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত সকল খাতকে এনডিসির অন্তর্ভুক্ত করে কার্বন হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়নি। সকল খাতকে অর্থায়নের জন্য গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ভূমি ও কৃষি খাত থেকে কার্বন হ্রাস ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।^{১৫} বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নসহ প্রযুক্তি হস্তান্তরে অর্থায়ন নেই।^{১৬} বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে বর্জ্য খাত থেকে ৩০ শতাংশ মিথেন গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসের পরিকল্পনা করলেও তা বাস্তবায়নে রোডম্যাপ নেই।

কার্বন বাজারে বিরাজমান অস্বচ্ছতা: জলবায়ু অর্থায়নের উৎস হিসেবে কার্বন বাজারের বিষয়টি প্যারিস চুক্তিতে গুরুত্বের সাথে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক ও বাজারভিত্তিক ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত সীমার বেশি বা কম কার্বন ক্রয় ও বিক্রয়ের মাধ্যমে জলবায়ু অর্থায়ন সংগ্রহ করা এই বাজারের লক্ষ্য। তবে কার্বন ক্রয়-বিক্রয়ের বিষয়টি অবস্তুগত হওয়ায় এই বাজার কারসাজি, দুর্নীতি, জালিয়াতির জন্য বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। দীর্ঘদিনেও আন্তর্জাতিক কার্বন বাণিজ্য নিয়মাবলী, দাম নির্ধারণ, নিয়মের প্রতিপালন ও পরিচালনা কাঠামোর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনির্ধারিত রয়েছে। স্বচ্ছমূলক কার্বন বাজারে দুর্নীতি, জালিয়াতির কারণে আস্থার সংকট সৃষ্টি হয়েছে, কার্বনের চাহিদা ও দামের দ্রুত পতনের ফলে বাজারটিতে ধস নেমেছে। বাংলাদেশ সরকার বেসরকারি খাত থেকে জলবায়ু অর্থায়নে কার্বন বাজার ও গ্রিনবন্ড ব্যবহারে গুরুত্ব দিলেও এই ঝুঁকিগুলো মোকাবিলায় কোনো পদক্ষেপ নেই।

বর্ধিত স্বচ্ছতা কাঠামোর শর্তের শিথিলতা: ২০২৪ সাল থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত সময়ে বর্ধিত স্বচ্ছতা কাঠামোর (এনহ্যান্সড ট্রান্সপারেন্সি ফ্রেমওয়ার্ক) আওতায় ১০০টির অধিক দেশ বাই-অ্যানুয়াল ট্রান্সপারেন্সি রিপোর্ট ইউএনএফসিসিসিতে জমা পড়েছে। এর ভিত্তিতে প্যারিস চুক্তিভুক্ত দেশগুলোর প্রশমন, কার্বন হ্রাস, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও জলবায়ু অর্থায়ন সরবরাহে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন হবে। তবে প্রতিবেদন প্রস্তুতের ক্ষেত্রে শর্ত শিথিল রাখা হয়েছে। অর্থায়নসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত যে কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে, তা মেনে চলাও বাধ্যতামূলক নয়। ফলে অধিকাংশ দেশ অস্বচ্ছ ও অসম্পূর্ণ তথ্যের ভিত্তিতে অভিযোজন ও প্রশমন খাতে কার্যক্রমের অগ্রগতি, কার্বন নির্গমন ও হ্রাস, প্রদত্ত ও প্রাপ্ত আর্থিক সহায়তা সংবলিত প্রতিবেদন প্রদান করছে। প্রতিবেদনে তুলনাযোগ্য, সম্পূর্ণ এবং সময়োপযোগী তথ্য প্রদান করছে না বলেও তথ্য প্রকাশ হয়েছে।^{১৭, ১৮, ১৯}

আসন্ন কপ-৩১ সম্মেলনে টিআইবির প্রত্যাশা

এ প্রেক্ষিতে আসন্ন কপ-৩১ সম্মেলনে জলবায়ু অর্থায়নে দৃশ্যমান অগ্রগতিসহ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে ন্যায্যতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতসহ প্যারিস চুক্তির বাস্তবায়ন নিশ্চিত সরকারসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের বিবেচনার জন্য টিআইবি নিম্নোক্ত দাবি ও সুপারিশ পেশ করছে—

বাংলাদেশ কর্তৃক কপ-৩১ সম্মেলনে উত্থাপনযোগ্য

১. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করে উন্নত দেশের প্রতিবছর ন্যূনতম তিনশত বিলিয়ন ডলার প্রদানের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে একটি রোডম্যাপ প্রস্তুতের দাবি উত্থাপন ও তা বাস্তবায়নে উন্নয়নশীল এবং ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রের সঙ্গে একত্রে কাজ করতে হবে;
২. ২০৫০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তরসহ নেট-জিরো লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জীবাশ্ম জ্বালানি খাতে স্বার্থসংশ্লিষ্টদের প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে;
৩. জলবায়ু সম্মেলনে জীবাশ্ম জ্বালানি প্রতিষ্ঠান ও লবিষ্টদের প্রভাব রোধে সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধি এবং আয়োজক দেশের জন্য পৃথক আচরণবিধি প্রণয়নের দাবি উত্থাপন করতে হবে;

^{১২} ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, ২০২৬ বিজ্ঞপ্তি দেখুন: <https://www.transparency.org/en/blog/cop31-turkey-australia-fossil-fuel-influence>

^{১৩} দি গার্ডিয়ান, ২০২৫ বিজ্ঞপ্তি দেখুন: <https://www.theguardian.com/environment/2025/nov/21/cop30-countries-threaten-block-resolution-unless-roadmap-to-fossil-fuel-phase-out>

^{১৪} কার্বন ব্রিফ ২০২৬, বিজ্ঞপ্তি দেখুন: <https://www.carbonbrief.org/analysis-nearly-60-countries-have-dramatically-cut-plans-to-build-coal-plants-since-2015-9>

^{১৫} ইউএনএফসিসি ২০২২, বিজ্ঞপ্তি দেখুন: <https://unfccc.int/ndc-synthesis-report-2022>

^{১৬} স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার ইনিসিটিটিউট, বিজ্ঞপ্তি দেখুন: https://siwi.org/wp-content/uploads/2024/06/water-in-the-ndcs-increasing-ambition-for-the-future_v2.pdf

^{১৭} ট্রান্সপারেন্সি পার্টনারশিপ ডটনেট ২০২৫, বিজ্ঞপ্তি দেখুন:

https://transparency-partnership.net/system/files/document/Lessons-Learned-from-first-Biennial-Transparency-Report_2025_0.pdf

^{১৮} ফুড এন্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন ২০২৬, বিজ্ঞপ্তি দেখুন:

<https://www.fao.org/in-action/climate-change-transparency/news-and-events/news/detail/from-reporting-to-learning--analysing-adaptation-and-loss-and-damage-in-the-first-btr-cycle/en>

^{১৯} ফুড এন্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন ২০২৬, বিজ্ঞপ্তি দেখুন: https://foe.org/wp-content/uploads/2026/10/2026.10.14_Factsheet-Tipping-the-Scales.pdf

৪. বর্ধিত স্বচ্ছতা কাঠামোর প্রতিশ্রুতি পূরণে শিথিলতা পরিহার এবং অভিযোজন, প্রশমন ও অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও জাবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। প্রদত্ত জলবায়ু অর্থের দ্বৈত গণনা বন্ধ করতে হবে। প্রকল্প অনুমোদন, অর্থ ছাড় ও কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়ে বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা হ্রাস করতে হবে;
৫. জিসিএফসহ বৈশ্বিক জলবায়ু তহবিলে আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানের প্রভাব এবং ঋণের আধিক্য হ্রাস করতে হবে। তহবিলগুলোতে বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশের সরাসরি অভিজ্ঞতা নিশ্চিত এবং প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহে বাস্তবসম্মত শর্ত ও মানদণ্ড নির্ধারণ করতে হবে।
৬. ২০৩৫ সালের মধ্যে সকল উৎস থেকে ১.৩ ট্রিলিয়ন জলবায়ু অর্থায়ন সরবরাহের পদ্ধতি, স্বচ্ছতার সঙ্গে তা পরিমাপ, হিসাব রাখা, এবং বাস্তবায়নের পদ্ধতি সুস্পষ্ট করে বাকু-টু-বেলেম রোডম্যাপ চূড়ান্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারকে উন্নয়নশীল দেশ ও ফোরামগুলোর সঙ্গে একত্রে কাজ করতে হবে;
৭. ঐতিহাসিকভাবে উন্নত এবং দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশের সংজ্ঞা এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় দেশগুলোর দায়িত্ব সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করতে হবে;
৮. অভিযোজন খাতে বৈশ্বিক অতিষ্ঠ অর্জনের পরিমাপক ও সূচকসমূহ (ইন্ডিকেটর) চূড়ান্ত করার দাবি জোরদার করতে হবে। সময়াবদ্ধভাবে নতুন ও সম্মিলিত অর্থ প্রদান ও বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকারকে সিভিএফ ও ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে একত্রে কাজ করতে হবে;
৯. কার্বন বাজারে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে কার্বন বাণিজ্যের নিয়মাবলী, দাম নির্ধারণ, নিয়মের প্রতিপালন এবং তার পরিচালন কাঠামো শক্তিশালী করার জোর দাবি সম্মেলনে উপস্থাপন করতে হবে;
১০. অভিযোজন এবং ক্ষয়-ক্ষতি তহবিলে উন্নত দেশের অর্থায়ন বৃদ্ধির জোর দাবি উপস্থাপন করতে হবে। তহবিলগুলোতে যৌক্তিক প্রকল্প-বরাদ্দসীমা নির্ধারণ করতে হবে ও ক্ষতিগ্রস্ত দেশের চাহিদার ভিত্তিতে অনুদানভিত্তিক অর্থায়নকে অগ্রাধিকার দিতে হবে;
১১. উন্নত দেশ থেকে প্রয়োজনীয় জলবায়ু তহবিল সংগ্রহে সরকারকে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রতিশ্রুতি অনুদানভিত্তিক অর্থায়ন নিশ্চিত উন্নত রাষ্ট্রসমূহের ওপর বাংলাদেশের নেতৃত্বে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের ঐক্যবদ্ধ কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করতে হবে।

বাংলাদেশ সরকারের করণীয়

১. বিসিসিটিএফ-এর প্রত্যাশা পূরণে এই ফান্ডের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে; পদ্মা ব্যাংকে বিসিসিটিএফ-এর বিনিয়োগকৃত অর্থ উদ্ধারে দ্রুততার সঙ্গে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে; ব্যাংকটিতে ট্রাস্ট ফান্ডের টাকা বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণে জড়িতদের জাবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে;
২. বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০০৯ এবং বিসিসিটিএফ তহবিল ব্যবহার নীতিমালা, ২০১২ সংশোধন করতে হবে; এতে তহবিল ব্যবহার বিধি লঙ্ঘনের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধান সংযোজন করতে হবে;
৩. কৌশলগতভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে গুরুত্ব প্রদানে এবং জীবাশ্ম জ্বালানি নির্ভরতা হ্রাসে ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার মাস্টার প্ল্যান (আইইপিএমপি) সংশোধন করতে হবে; আইইপিএমপি সংশোধন প্রক্রিয়ায় নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের স্বার্থের দৃষ্টান্ত ও কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে;
৪. কার্বন নিঃসরণ হ্রাস এবং জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বন্ধে বাধ্যবাধকতাসম্পন্ন একটি ঘোষণা বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রদান করতে হবে;
৫. সকল অংশীজনের মতামত গ্রহণ সাপেক্ষে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক উপায়ে এনডিসি হালনাগাদ করতে হবে; জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি ও লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এনডিসিতে খাতভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে;
৬. শহর ও নগরে টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে এবং বর্জ্য খাত থেকে মিথেন গ্যাস নিঃসরণ রোধে একটি সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে;
৭. প্রাকৃতিক সম্পদ এবং জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা, বনধ্বংস বন্ধসহ স্থানীয় জনগণের বিপদাপন্নতাকে প্রাধান্য দিয়ে ন্যাশনাল এডাপটেশন প্লান (ন্যাপ) বাস্তবায়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে লোকালি-লিড এডাপটেশনকে প্রাধান্য দিতে হবে;
৮. কার্বন নিঃসরণ হ্রাস ও পরিবেশগত সুবিধা নিশ্চিত ক্লিন-কুইং, কৃষি খাতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রসারসহ স্থানীয় পর্যায়ের কার্বন হ্রাসসংক্রান্ত প্রকল্পকে প্রাধান্য দিতে হবে;
৯. জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিলের ব্যবস্থাপনা, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে স্বচ্ছতা ও জাবাবদিহি ও নাগরিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে “জিরো টলারেন্স” এর নীতি অনুসরণ করতে হবে;
১০. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা-সংক্রান্ত সকল প্রকল্পে সুশাসন, শুদ্ধাচার ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ নিশ্চিত করতে হবে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

মাইডাস সেক্টর (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি-০৫, সড়ক-১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯।

ফোন: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৬৭-৭০ | ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৭২

✉ info@ti-bangladesh.org 🌐 www.ti-bangladesh.org 📱 TIBangladesh